বাংলাদেশের সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম
(Government Social Development Activities of Bangladesh)

ইউনিট 6

ভূমিকা

বর্তমানে সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম দুইটি ধারায় পরিচালিত হচ্ছে– একটি সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং অন্যটি বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গৃহীত, পরিচালিত, বাস্তবায়িত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালায়ের অধীনে গৃহীত সমাজউন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের আলোকে দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় পথিকৃৎ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। দুঃস্থ, অসহায়, অস্বচ্ছল, অনগ্রসর, ঝুঁকিপূর্ণ ও নাজুক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি, শহর সমাজসেবা কর্মসূচি, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদি। সমাজকলাণ মন্ত্রণালায় ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন– খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দূর্যোগ বিষয়ক কর্মকাণ্ড, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার অধীনে এসব সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্মীরা গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজকর্মের নীতি, কৌশল, পদ্ধতি, জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–৬.১ : বাংলাদেশে সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ঐতিহাসিক বিবর্তন
পাঠ–৬.২ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল
পাঠ–৬.৩ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থা
পাঠ–৬.৪ : বাংলাদেশে সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিচিতি
পাঠ–৬.৫ : গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা ও উদ্দেশ্য
পাঠ–৬.৬ : গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ
পাঠ–৬.৭ : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ধারণা ও উদ্দেশ্য
পাঠ–৬.৮ : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ
পাঠ–৬.৯ : শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ–৬.১০ : শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ
পাঠ–৬.১১ : বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম
পাঠ–৬.১২ : সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ–৬.১৩ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম
পাঠ–৬.১৪ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

পাঠ-৬.১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ঐতিহাসিক বিবর্তন (Historical Evolution of Government Social Development Activities in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১.১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিবর্তনের বিবরণ দিতে পারবেন।

৬.১.১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ঐতিহাসিক বিবর্তন

ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে সরকারি পর্যায়ে ৪টি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বি-জাতিতত্ত্বে ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। যার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ভারত বিভক্তির পর ব্যাপক সংখ্যক মোহাজের ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমনের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য তৎকালীণ সরকার জাতিসংঘের নিকট আবেদন করে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকায় সমাজকর্মের ওপর তিন মাসব্যাপী স্বল্পকালীণ 'প্রশিক্ষণ কোর্স' প্রবর্তন করা হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯৫৪ সালে 'ঢাকা প্রজেক্ট' নামে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রজেক্টের সাফল্যের ভিত্তিতে ঢাকার কায়েতটুলীতে ১৯৫৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Urban Community Development Project-UCDP) গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সমাজকর্মের গোড়াপত্তন হয়। স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দানের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতাল সামাজসেবা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। সময়ের প্রয়োজনে সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার জন্য ১৯৬১ সালে ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে হস্তান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং জাতীয় সমাজকলাণ পরিষদ থেকে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা এ তিনটি কার্যক্রম পৃথক প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পর ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ অধিদফতর উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধ বিদ্ধস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোবাবিলার লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে এর পরিধি বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ সমাজসেবা (Rural Social Service-RSS) গ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রাম পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে। নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (Rural Mothers Club-RMC) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পূর্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ মন্ত্রণালয় হিসেবে সংযুক্ত ছিল। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক ও স্বতন্ত্র দুটি মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠানিক ও টেকসই মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের আওতায় আনয়নের জন্য The Probation of Offender Oridinance; 1960; The Voluntary Social Welfare Agencies (Regitration and Control) Ordinance, 1961; কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬; ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে আসছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, শিশু অধিকার সনদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অধিকার ও ক্ষমতায়ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৬টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমাস্যা

মোকাবিলায় জাতীয় চাহিদা, আকাঙ্খা, সরকারের অনুসৃত নীতি, আইন ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।। দপ্তর ও সংস্থাগুলো হচ্ছে– ১৯৫৬ সালে সৃষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ১৯৬১ সালে সৃষ্ট সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর যা ১৯৮৪ সালে সামাজসেবা অধিদফতরে রূপান্তরিত হয়, ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট শেখ জায়েদ-বিন-সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, ১৯৮৮ সালে সৃষ্ট শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বাংলাদেশ, ২০০০ সালে সৃষ্ট জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং ২০১৪ সালে সৃষ্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।

সমাজকলাণ মন্ত্রণালায় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খ্যাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ বিষয়ক কর্মকাণ্ড এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম ।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে সরকারি পর্যায়ে ৪টি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রমের সূচনা হয়। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সুপারিশের ভিত্তিতে Urban Community Development Project গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম আরো বিকাশ লাভ করে। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও খ্যাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগবিষয়ক কর্মকাণ্ড এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম চালু রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংস্থা কয়টি?

ক) চারটি খ) পাঁচটি

গ) ছয়টি ঘ) সাতটি

২। কত সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগে উন্নীত হয়?

ক) ১৯৭৪ সালে খ) ১৯৭৫ সালে

গ) ১৯৭৬ সালে ঘ) ১৯৭৭ সালে

পাঠ-৬.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল (Introduction to Ministry of Social Welfare: Goals and Objectives; and Implementation Strategies)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেব পরিচিতি লাভ করে ১৯৮৯ সালে। এর পূর্বে এ মন্ত্রণালয়টি বিভিন্ন মন্ত্রনায়য়ের সাথে যৌথ মন্ত্রণালয় হিসেবে সংযুক্ত ছিল। তৎকালীণ পাকিস্তান আমলে এ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শ্রম, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে যা ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বহাল ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক দু'টি মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর দেশের সামগ্রিক সরকারি-বেসরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

চিত্র ৬.২.১: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন প্রস্তুত করার মিশন বা উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন;
খ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;
গ) সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশগ্রহণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন;
ঘ) সামাজিক সমস্যা মোকাবিলাকরণ; এবং
ঙ) ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকশে সহায়তা দান।

৬.২.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অবহেলিত, উপেক্ষিত, দারিদ্র্যপীড়িত এবং সামাজিক সমস্যায় সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমাধান এবং সর্বোচ্চ মানবিক মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি বাস্তবায়নের কৌশল হচ্ছে পাঁচটি। কৌশলগুলো হচ্ছে:

ক) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যভুক্ত দলের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ;
গ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (input) সরবারাহ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) ফলাবর্তন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য feedback mechanism মূল্যায়ন; এবং

ঙ) নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুভূত চাহিদার (Felt needs) প্রতি গুরুত্বারোপ।

পরিশেষে বলা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলাকরণ এবং ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কৌশলনির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের অবহেলিত, দুঃস্থ, উপেক্ষিত তথা সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৮৯ সালে পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেব পরিচিতি লাভ করে। উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচির বাস্তবায়ন; সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যভুক্ত দলের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (input) সরবারাহ নিশ্চিতকরণ; ফলাবর্তন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য feedback mechanism মূল্যায়ন; এবং নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুভূত চাহিদার (felt needs) প্রতি গুরুত্বারোপ এই পাঁচটি কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেব পরিচিতি লাভ করে?

ক) ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে
খ) ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে
গ) ১৯৮৯ সালে অক্টোবর মাসে
ঘ) ১৯৮৯ সালে নভেম্বর মাসে

২। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি বাস্তবায়নের কৌশল কয়টি?

ক) চারটি
খ) পাঁচটি
গ) ছয়টি
ঘ) সাতটি

পাঠ-৬.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর এবং সংস্থা (Departments and Organs Under the Ministry of Social Welfare)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ কী তা লিখতে পারবেন।

৬.৩.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ পরিচিতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ছয়টি দপ্তর ও সংস্থা রয়েছে। দপ্তর ও সংস্থাসমূহ হচ্ছে– ক) সমাজসেবা অধিদফতর; খ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ; গ) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন; ঘ) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট; ঙ) শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প); এবং চ) নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।

৬.৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থা পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট ছয়টি দপ্তর ও সংস্থাসমূহের পরিচিতি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

৬.৩.১.১ সমাজসেবা অধিদফতর: সমাজসেবা অধিদফতর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্যতম বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিদফতর। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ১৯৬১ সালে সৃষ্ট সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর যা ১৯৮৪ সালে সমাজসেবা অধিদফতরে রূপান্তরিত হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের ভিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ ভিশনকে সামনে রেখে– ক) ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অধিদফতরের আইসিটি কার্যক্রম গ্রহণ; খ) ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান; গ) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন; ঘ) এতিম, অবহেলিত, দুস্থ ও বিপন্ন শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন; ঙ) সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন; চ) অসহায়, দুঃস্থরোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান; ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন; জ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান; ঝ) সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন; ঞ) সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ; চ) পেশাজীবী সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং ছ) এসিডদগ্ধ মহিলাদের সহায়তা ও উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র ৬.৩.১ : সমাজসেবা অধিদফতর

৬.৩.১.২ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৫৬ সালে রেজল্যুশনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এ পরিষদের অন্যতম কাজ হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎসাহ-উদ্দীপনা, আর্থিক সহায়তা প্রদান, আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিত করণ ও তার সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৬.৩.১.৩ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। এ ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১. বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকগণের সমমর্যাদা, সমঅধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ;
২. প্রতিবন্ধীত্বের কারণ এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা/প্রকাশনা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসবসমূহ উদযাপন করা হয়;
৩. প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান;
৪. প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত ও সনাক্তকরণপূর্বক বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
৫. প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান ও সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুসৃত আইন/বিধি/নীতিমালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন), নিউরোডেভলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫২ নং আইন), প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য সংক্রান্ত নীতিমালা ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি, অটিজম, এনডিডি কর্নার স্থাপন, প্যারেন্টস কমিটি গঠন, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, ফ্রি স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস, কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯, অসহায় সেরিব্রাল পালসি শিশুর লালনপালন, টেলিথেরাপি সার্ভিস প্রবর্তন, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম, জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স, প্রকাশনা কার্যক্রম, গণসচেতনতা, প্রতিবন্ধী উত্তরণ মেলা এবং নীলবাতি প্রজ্জলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি।

৬.৩.১.৪ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, বাংলাদেশঃ সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সমঝোতা কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের মাধ্যমে ২২ জুন ১৯৮৪ সালে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, বাংলাদেশ গঠিত হয় যা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালনপালন করে অসহায় এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টিপূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ট্রাস্টটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে এ ট্রাস্ট পরিচালিত ০২টি এতিমখানার মাধ্যমে দেশের ৪০০ এতিম মেয়েদের ভরণপোষণ, লেখাপড়া ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার আংশ হিসেবে সেলাই ও কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৬.৩.১.৫ শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প)ঃ শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সুইডিস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১৯৮১ সালে টংগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই দেশের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রতিষ্ঠানটি 'মৈত্রী শিল্প' নামে পরিচিত লাভ করে। এই ট্রাস্ট উৎপাদন ও বিপনণের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পুনর্বসান কার্যক্রম জোড়দার করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠাকালীণ সময়ে ট্রাস্টটি সামজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে ২০১২ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীনে আনা হয়।

৬.৩.১.৬ নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টঃ অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম ইত্যাদি স্নায়বিক বা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা এ চার ধরনের নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সরকার নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, ২০১৪ সালের জুন মাস থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে– ক) যথাসম্ভব শারিরীক, মানসিক আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা; খ) উপোযোগী শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবস্থা করা; এবং গ) সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করার ভিশন বাস্তবায়নে ছয়টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেব ৬টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দপ্তর ও সংস্থাগুলো হচ্ছে– ১৯৫৬ সালে সৃষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ১৯৬১ সালে সৃষ্ট সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর যা ১৯৮৪ সালে সমাজসেবা অধিদফতর হয়, ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, ১৯৮৮ সালে সৃষ্ট শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প), ২০০০ সালে সৃষ্ট জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং ২০১৪ সালে সৃষ্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কোন সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) সুইডিস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
খ) কানাডিয়ান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
গ) জাপানিজ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
ঘ) আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

২। কত সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন প্রণীত হয়েছে?

ক) ২০১৩ সালে
খ) ২০১৪ সালে
গ) ২০১৫ সালে
ঘ) ২০১৬ সালে

পাঠ-৬.৪ বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবা পরিচিতি (Introduction to Government Social Services in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৪.১ বাংলাদেশে সরকারিভাবে পরিচালিত সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ লিখতে পারবেন।

৬.৪.১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যতম। এ মন্ত্রণালয়ধীন সমাজসেবা অধিদফতর দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, এতিম, বয়স্ক, বিধবা, বিপন্নশিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কল্যাণ, অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ভারত থেকে আগত মাহজেরদের কারণে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোবাকিলায় সর্বপ্রথম ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে Urban Community Development Project-UCDP চালু হয়। দেশ স্বাধীনের পর সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তন হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদফতর যা সমাজসেবা অধিদফতর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের প্রয়োজনে ভবঘুরেকল্যাণ কেন্দ্র, সরকারি এতিমখানা এবং হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়টি, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক দুটি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন; সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবীয় বিকাশে সহায়তাপ্রদানের লক্ষ্যে ৬টি সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম-আয়ের দেশ হিসেবে উন্নত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-আয়ের উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একই সাথে নিবন্ধিত সংস্থার উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, শিশু অধিকার সুরক্ষা, নারী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও পরিচালনা, রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত নতুন কর্মসূচি, প্রতিবন্ধীতার সহায়ক সমাগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন এবং সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ, আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সমাজসেবা অধিদফতর (২০১৭) হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী নিম্নে কর্মসূচিসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

৬.৪.১.১ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম	কর্মসূচি শুরুর সময়	কার্য এলাকা/ইউনিট	সুফলভোগীর সংখ্যা
পল্লী সমাজসেবা (RSS)	১৯৭৪ সাল	৪৮৭ উপজেলা	২৪ লক্ষ ৪০ হাজার পরিবার
শহর সমাজসেবা (UCD)	১৯৫৫ সাল	৬৪ জেলা শহরে ৮০ ইউনিট	১লক্ষ ৩০ হাজার পরিবার
পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC)	১৯৭৫ সাল	৩১৮ উপজেলা	৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫১৬ পরিবার
দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	২০০-০৩ অর্থ বছর	সকল উপজেলা ও ৮০টি শহর	১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩১৬ পরিবার
আশ্রয়ণ প্রকল্প	২০০১ সাল	৫৭ টি জেলার ১৮১টি উপজেলা	৪৬ হাজার ২৫৮ পরিবার

৬.৪.১.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	কার্য এলাকা	ভাতাভোগীর সংখ্যা (জন)
বয়স্ক ভাতা	১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	৩১ লক্ষ ৫০ হাজার
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	১১ লক্ষ ৫০ হাজার
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	২০০৫-০৬ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	৭ লক্ষ
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০০৭-০৮ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	৭০ হাজার
ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	২০১০ সাল	দেশব্যাপী	২ হাজার

৬.৪.১.৩ প্রতিবন্ধীবিষয়ক কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট সংখ্যা	সুফলভোগীর সংখ্যা (জন)
সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম (সকল জেলা)	১৯৭৪ সাল	৬৪ টি	১,১৬৮
সরকারি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	১৯৬২ সাল	৫ টি	৪২৮
সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	১৯৬৪ সাল	৭ টি	১,৫৭১
মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান (রাউফাবাদ, চট্টগ্রাম)	২০০০ সাল	১ টি	১১২
জাতীয় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৭৮ সাল	১ টি	৭৩৫
শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টংগি, গাজীপুর)	১৯৭৮ সাল	১ টি	১,৮৯৪
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন কেন্দ্র (ফকিরহাট, বাগেরহাট)	১৯৭৮ সাল	১ টি	৩৩৯

৬.৪.১.৪ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট সংখ্যা	পুনর্বাসন সংখ্যা
শিশু (কিশোর-কিশোরী) উন্নয়ন কেন্দ্র (টংগী ও কোনাবাড়ী, গাজীপুর এবং পুলেরহাট, যশোর)	১৯৭৮ সাল	৩ টি (২টি বালক ও ১ টি বালিকা)	২৩,৮৭৯ জন
সমাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	২০০২-০৩ অর্থ বছর	৬ টি	১,০৫৯ জন
সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র	১৯৪৭ সাল	৬টি	৫১,৮৬৩ জন
মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদেও নিরাপদ আবাসন (সেফ হোম)	২০০২ সাল	৬টি	৮,৫৬৩ জন
প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস	১৯৬০ সাল	৭২টি	প্রবেশন ১৩,৩৭৭ জন ও আফটার কেয়ার ৮১,৬৬০ জন

৬.৪.১.৫ শিশু অধিকার সুরক্ষামূলক কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট সংখ্যা	পুনর্বাসন সংখ্যা (জন)
সরকারি শিশু পরিবার/শিশু সদন	১৯৪৩ সাল	৮৫টি (ছেলে ৪৩টি, মেয়ে ৪১টি এবং মিশ্র ১টি)	৫৭,৫৪৯ জন
ছোটমণি নিবাস (০ থেকে ৭ বছর)	১৯৬২ সাল	৬টি	১,২০৬ জন
দিবাকালীণ শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকায় আজিমপুরে)	১৯৬২ সাল	১ টি	৮,২৮২ জন
দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বসন কেন্দ্র	১৯৮১ সাল	৩ টি	৪,৪৩৭ জন
ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা	-	৩,৫২০ টি	৬৭,০৬৬ জন
প্রাকবৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	-	৫ টি	২,৭৯৮ জন
মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৯৭৩ সাল	২ টি	১৬,৭৬২ জন
দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৭৮ সাল -	১ টি	৬২৩ জন
এতিম ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	৪ টি (২টি ছেলে ও ২টি মেয়েদের)	কার্যক্রম চলমান

৬.৪.১.৬ মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট সংখ্যা	পুনর্বাসন সংখ্যা
মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৩ সাল	২ টি	১৬,৭৬২ জন
দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৭৮ সাল	১ টি	৬২৩ জন

৬.৪.১.৭ রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত নতুন কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	কার্যএলাকা	সুফলভোগীর সংখ্যা
হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	২০১২-১৩ অর্থ বছর	২১ জেলা	উপবৃত্তি ও ভাতা ৩,৬৫৬ ও প্রশিক্ষণ ১,৫০০ জন
দলিত, বেদে ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	২০১২-১৩ অর্থ বছর	২১ জেলা	শিক্ষা উপবৃত্তি ও ভাতা ২৭,৮৮৫ ও প্রশিক্ষণ ১,০৫০ জন

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	কার্যএলাকা	সুফলভোগীর সংখ্যা
কিডনি, লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার, স্ট্রোকে প্যারালাইজড এবং জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা	২০১৩-১৪ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	৮,৭৩৩ জন
চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	২০১৩-১৪ অর্থ বছর	মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলা	৬৯,৩৪৭ জন
ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান	২০০৯-১০ অর্থবছর	ঢাকা মহানগরীর ৬টি ভিআইপি জোন ৩৮টি জেলা	২৪৪ জনকে পুনর্বাসন ও ঢাকা মহানগরীর ৬টি জোনকে ভিক্ষমুক্ত করার কাজ চলমান
প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ	২০১২ সাল	দেশব্যাপী	কার্যক্রম চলমান(এ যাবত জরিপভূক্ত ১৮,০৩,৪৫৬ জন ও শনাক্তকৃত ১৫,০০,৬৯৭জন)

৬.৪.১.৮ প্রতিবন্ধিতার সহায়ক সমাগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট
প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৯৫ সাল	১ টি
মিনারের/ডিংকিং ওয়াটার প্লান্ট (টংগী, গাজীপুর)	১৯৯৫ সাল	১ টি
কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৯৫ সাল	১ টি
ব্রেইল প্রেস (টংগী, গাজীপুর)	১৯৯৫ সাল	১ টি

৬.৪.১.৯ শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট	সেবা ও পুনর্বাসন
Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB)	২০১২ সাল	১ টি	২০,৫৮৪ জন
সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (SCAR)	২০০৯ সাল	১ টি	৬২৪৫ জন
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ	-	৩৭ টি	৯ টি সম্পন্ন ও অবশিষ্ট চলমান
সরকারি শিশু পরিবার হোস্টেল নির্মাণ	-	৮ টি	চলমান

৬.৪.১.১০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট
হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম (সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)	১৯৫৮ সাল	৯৯ টি
রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে হাসপাতাল সামাজসেবা কার্যক্রম (উপজেলা হেলোথ কমপ্লেক্স)	২০১৮-১৫ অর্থবছর	৪১৯ টি
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম	১৯৬২ সাল	৬২,৪৫৭ টি

৬.৪.১.১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কেন্দ্রের নাম	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি (আগারগাঁও, ঢাকা)	১৯৬৭ সাল	১ টি
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট)	১৯৮১-৮২ অর্থবছর	৬ টি

৬.৪.১.১২ উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং প্রণয়নকৃত আইন ও নীতিমালা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রণয়নকৃত আইন ও নীতিমালাসমূহ হচ্ছে– ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০১৩’; ‘নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন,২০১৩’; ‘শিশু আইন, ২০১৩’; ‘ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১’; ‘পিতামাতা ভরণপোষণ আইন, ২০১৩’; ‘সমাজসেবা অধিদফতর গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩’; ‘পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১১’; ‘বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩’; ‘বিধবা ও দুঃস্থ মহিলাভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমলা, ২০১৩’; অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩’; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, ২০১৩’; ‘এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩’; ‘এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩’; ‘বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালা, ২০০৯’; শহর সমজসেবা কার্যক্রম (UCD) বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০০৫’; ‘ছোটমণি নিবাস ব্যবস্থাপনা

নীতিমালা, ২০০৩'; 'জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫'; 'সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০০২'; এবং 'সরকারি শিশুসদন/শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০২'।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালায় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন– খ্যাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ বিষয়ক কর্মকাণ্ড এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ।

সারসংক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা এবং ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি সংস্থার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কোনটি?

ক) পল্লী মাতৃকেন্দ্র খ) বয়স্ক ভাতা

গ) ছোটমণি নিবাস ঘ) হাসপাতাল সমাজসেবা

২। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কর্মসূচি কোনটি?

ক) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র খ) সরকারি শিশু পরিবার

গ) দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা

পাঠ-৬.৫ পল্লী সমাজসেবার ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Concept and Goals and Objectives of Rural Social Service)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৫.১ পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৫.২ পল্লী সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৫.১ পল্লী সমাজসেবা ধারণা

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক গ্রামপ্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার ৭৬% লোক গ্রামে বসবাস করে। জাতিসংঘের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও গ্রামের উন্নয়নে তেমন কোনো কর্মসূচি ছিল না। তৎকালীণ পূর্বপাকিস্তানে ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় The Village Agricultural and Industrial Development (V-AID) কর্মসূচি শুরু হয় যা ১৯৫৯ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে তৎকালীণ ১৯টি জেলার ১৯টি থানায় প্রান্তিক লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পল্লী সমাজসেবা (Rural Social Service-RSS) কর্মসূচি চালু করা হয় । বর্তমানে দেশের সকল পল্লী জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া হলো পল্লী সমাজসেবা। পল্লী সমাজসেবা হলো সমষ্টি উন্নয়নকেন্দ্রিক একটি বহুমুখী (Community Based Multidimentional Development Process) সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ সরাকরের সমাজসেবা অধিদফতর (২০১৩) কর্তৃক প্রকাশিত *''Social Services in Bangladesh''*-এ পল্লী সমাজসেবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,"পল্লী সমাজসেবা হচ্ছে বহুমুখী ও সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংগঠন, প্রতিভা, নেতৃত্ব প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয় যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণির গ্রামীণ জনগণের সুষম উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের সঙ্গে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে" । সুতরাং বলা যায় পল্লী সমাজসেবা বা RSS হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি যা দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দারিদ্র্য পীড়িত পশ্চাদপদ, অবহেলিত, দুঃস্থ ও অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিত সকল শ্রেণীর লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচিকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হিসেবেও অভিহিত করা হয়। বর্তমানে ৬৪টি জেলার ৪৮৭টি উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৬.৫.২ পল্লী সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পল্লী সমাজসেবার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের পল্লী অঞ্চলের বসবাসরত দারিদ্র্যপীড়িত পশ্চাদপদ, অবহেলিত, দুঃস্থ, অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিত সকল শ্রেণির লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ২০১০ সালে প্রকাশিত পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় ষোলটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে তা হলো–

১) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, বেকার যুবক, যুব মহিলা, শ্রমিক, দুঃস্থ মহিলা, সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ও সংশোধনোত্তর/সাজামুক্ত ব্যক্তি এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে সববাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধণ;

২) পল্লীর দরিদ্র জনগণের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের সুসংগঠিত ও একতাবদ্ধভাবে দেশের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কর্মদল গঠন করা;

৩) দলীয় সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয় সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব তহবিল গঠনপূর্বক তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা;

৪) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশু যত্ন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ/নিরাপদ পানি ব্যবহার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক বনায়ন, সাক্ষরতা, খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন;

৫) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রপুঁজি প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন;
৬) বিনিয়গকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে প্রাপ্ত সার্ভিসচার্জ দ্বারা কার্যক্রমভুক্ত গ্রামের নিজস্ব পুঁজি বা গ্রাম তহবিল গঠন;
৭) সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা;
৮) দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ সাধনের জন্য সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা;
৯) কারিগরি/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা;
১০) পারিকারিক ও সামাজিকবন্ধন দৃঢ়করণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ, যৌতুকপ্রথা রোধকরণ এবং মহিলাদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধকরণ;
১১) এসিড নিক্ষেপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তা রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা করা;
১২) শিশু-কিশোরদের খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু মানসিকতার বিকাশ এবং অপরাধপ্রবণতা রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিটি শিশুর জন্মনিবন্ধনকরণে উদ্বুদ্ধকরণ;
১৩) নারী ও শিশুপাচার রোধে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা;
১৪) শিশু ও কিশোর বয়সে তাদের অনৈতিক ও অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়া রোধে নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেনতা সৃষ্টি করা এবং সরকারি-বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্র হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কিশোর অপরাধীদেরকে পারিবারিক পর্যায়ে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করা;
১৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
১৬) প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক তথা সামাজিকবন্ধনকে সুদৃঢ় করা।

সুতরাং পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

সারসংক্ষেপ

পল্লী সমাজসেবা মূলত গ্রামের দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার একটি বহুমুখী সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম যা ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই কর্মসূচি দেশের ৪৮৭টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচি কত সালে যাত্রা শুরু করে?
ক) ১৯৭৩ সালে খ) ১৯৭৪ সালে
গ) ১৯৭৫ সালে ঘ) ১৯৭৬ সালে

২। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রকাশিত পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় কয়টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে?
ক) ষোলটি খ) সতেরটি
গ) আঠারোটি ঘ) উনিশটি

পাঠ-৬.৬ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের বিবরণ ও পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Discription of Rural Social Services Programme and Application of Social Work Methods in Rural Social Service programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৬.১ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.৬.২ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৬.১ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম

পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ইতিহাস সূচনা করে । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীণ ১৯টি থানায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্বে (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, তৃতীয় পর্বে (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, চতুর্থ পর্বে (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলায়, ষষ্ঠ পর্বে (২০০৪-২০০৭) ৪৭০টি উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসাণর করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অথবছর থেকে ৪৮৭ টি উপজেলায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে মোট ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (UPIC) উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যম্যে লক্ষ্যভুক্ত পরিবারগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণিগুলো হলো– 'ক' শ্রেণি, 'খ' শ্রেণি এবং 'গ' শ্রেণি। গ্রামের যেসকল পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বা কম হলে 'ক' শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তারা দরিদ্রতম বলে অবিহিত হবে। পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫০,০০১ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত হলে 'খ' শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তারা দরিদ্র বলে অভিহিত হবে। পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৬০,০০১ টাকার উর্ধ্বে হলে 'গ' শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যারা ধনী বা দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে অবস্থান করছে বলে অবিহিত হবে। প্রতিটি কার্যক্রমে 'ক' ও 'খ' শ্রেণির পরিবার হতে প্রতিনিধি নিয়ে কমপক্ষে ১টি নারী দলসহ সর্বোচ্চ ১০টি কর্মদল গঠন করা হয়। প্রতিটি কর্মদলের সংখ্যা ১০-২০ জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। দরিদ্রতম ('ক' শ্রেণিভুক্ত) এবং দরিদ্র ('খ' শ্রেণিভুক্ত) পরিবারের জন্য ঋণদান কর্মসূচি প্রযোজ্য হয়। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচি যেমন– পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচিতে সকল শ্রেণি অর্থাৎ ক, খ ও গ শ্রেণির পরিবারকে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে একজন ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনে সর্বাধিক তিনবার ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিবার প্রতি সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ১০% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধযোগ্য দেশের পল্লী অঞ্চলে বসসাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী সমাজসেবা বহুমুখী ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে প্রধান কর্মসূচিসমূহ তুলে ধরা হলো:

৬.৬.১.১ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কর্মসূচি: পল্লী সমাজসেবার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হচ্ছে গ্রামের লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগণ ও বেকার যুবক বিশেষ করে নারীদের বৃক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এই কর্মসূচির আওতায় বাঁশ ও বেতের কাজ, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, পাট ও কাঠের কাজ, তাঁত ও বয়ন কাজ, এমব্রয়ডারী এবং উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মূলধন বিনিয়োগ ও মূলধন সৃষ্টির জন্য সমবায় স্থাপন, ধানভানা প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া ট্রাস্টভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬.৬.১.২ ঋণদান কর্মসূচি: গ্রামের দরিদ্রতম ও দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিটি লক্ষ্যভুক্ত পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা থেকে ত্রিশ হাজার করে টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ১৯৭৪

সালের মার্চ মাসে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা নিয়ে দেশের তৎকালীণ ১৯টি থানায় এ কার্যক্রম চালু হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ৫০ কোটি টাকা পল্লী সমাজসেবার সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বরাদ্দ করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতর (২০১৭) এর তথ্যানুযায়ী শুরু থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত এ খাতে সর্বমোট ৩৫৪,৯৩,২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য 'ক' শ্রেণিভুক্ত দরিদ্রতম এবং 'খ' শ্রেণিভুক্ত দরিদ্র পরিবারের জন্য ঋণদান কর্মসূচি প্রযোজ্য হলেও 'গ' শ্রেণিভুক্ত পরিবারকে ঋণ প্রদান করা হয় না।

৬.৬.১.৩ সচেতনতামূলক কর্মসূচিঃ পল্লী সমাজসেবা গ্রামের মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৬.৬.১.৪ সামাজিক কর্মসূচিঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, জ্বালানীসাশ্রয়ী চুলা ব্যবহার ও সামজিক বনায়নে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, বিশুদ্ধ ও আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহারে নলকূপ স্থাপনে RSS লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে।

৬.৬.১.৫ স্বাস্থ্য কর্মসূচিঃ RSS মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, মা ও শিশুকে রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান এবং পারিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরচিালনা করে থাকে। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, পরিবার পরিকল্পনাসামগ্রী বিতরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সামজিক বনায়ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রয়েছে।

৬.৬.১.৬ অন্যান্য কর্মসূচিঃ এছাড়াও পল্লী সমাজসেবার অধীনে দলীয় সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলারও আয়োজন করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বহুমুখী ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

৬.৬.২ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। বাংলাদেশ আদমশুমারী-২০১১ অনুযায়ী, এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৬% গ্রামে বসবাস করে। গ্রামই হলো দেশের উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, কুসংস্কার, নিরাপত্তাহীনতাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। পল্লী সমাজসেবা হলো সমষ্টি উন্নয়নকেন্দ্রিক বহুমুখী সমন্বিত গ্রমীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া। গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে RSS লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালায়। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

RSS-এ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করে পরিকল্পিতভাবে দল গঠন করে বৃক্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সদমুক্ত ঋণদান ও সামাজিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা প্রয়োগ করা হয়। দল গঠন, দলীয় নেতৃত্ব বিকাশ, দলীয় গতিশীলতা, দলীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া RSS-এর সফল বাস্তবায়নের জন্য একান্ত আবশ্যক। যেখানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির নীতিমালা ও কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারেন। RSS-এর কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক বিশ্বাস তৈরি, সামাজিক নেটওয়ার্কিং তৈরি তথা social capital mobilzation এ সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমে Social capital mobilization এ networking অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গটি Shilpi. R. Dey (২০১৫) তাঁর প্রবন্ধ "*Social Capital Mobilzation for Community Development in Bangladesh: Experience from Rural Social Service Program*" একটি চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ:

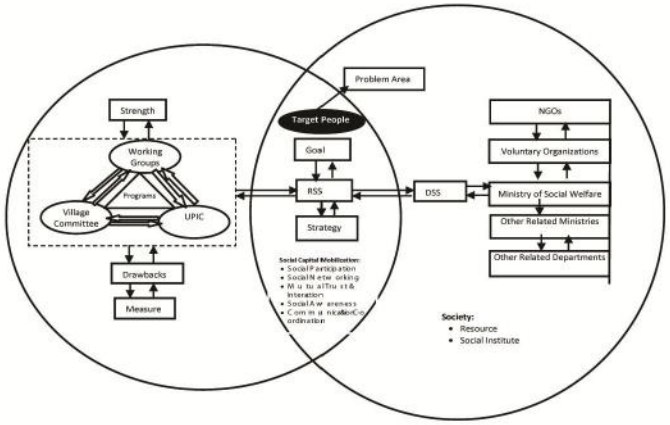

চিত্র ৬.৬.১ : পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমে Social Capital Mobilization এ নেটওয়ার্কিং

সমাজসেবা কর্মকর্তারা গ্রামের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রারমান উন্নয়নে কাজ করে থাকেন। আর এক্ষেত্রে সামাজিক হস্তক্ষেপের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সমাজকর্মেও কৌশল হচ্ছে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক উপযোজন ও সামাজিক উদ্ভাবন পদ্ধতি প্রয়োগ কার্যক্রমটি RSS-এর সক্ষমতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে। ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে RSS কার্যক্রমকে আরো বেশি ফলপ্রসূ করা যেতে পারে। RSS-এর কর্মদলের উদ্দেশ্য, আদর্শ, আকার, নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, কাঠামো, নেতৃত্ব, দলীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও গতিশীলতা আনয়নে একজন একজন দল সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন, বিদ্যমান সমাস্যা নির্ণয়ে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগে সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রামের আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিরসনে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির পাশাপাশি সহায়ক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

পল্লী সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়নকেন্দ্রিক বহুমুখী সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া। গ্রামের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ দান, শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, মূল্যবোধ, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচির লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী কয় শ্রেণির হয়ে থাকে?

ক) তিন খ) চার

গ) পাঁচ ঘ) ছয়

২। পল্লী সমাজসেবা কর্যক্রমের UPIC কত সদস্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে?

ক) ১৫ সদস্য খ) ১৬ সদস্য

গ) ১৭ সদস্য ঘ) ১৮ সদস্য

পাঠ-৬.৭ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Concept and Goals and Objectives of Urban Social Service Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৭.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৭.১ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কী তা লিখতে পারবেন।

৬.৭.৩ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৭.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতরের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শহর সমাজসেবা (Urban Social Service-USS) কার্যক্রম। বাংলাদেশে পেশাগত সমাজকর্মের বিকাশে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের যোগসূত্র রয়েছে। শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৎকালীণ সরকার ১৯৫৫ সালে Dhaka Urban Community Development Board গঠন করে। এই বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ১৯৫৫ সালে ঢাকায় কায়েতটুলীতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষামূলক প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকার গোপীবাগ, লালবাগ ও মোহাম্মদপুরে আরো ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯-৬০ সালে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, দিনাজপুর, যশোর ও ময়মনসিংহে মোট ১২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শহরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা সম্প্রসারণ করা হয়। প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ফলে ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তন করে সমাজসেবা অধিদফতর করা হয়। তখন শহর সমাজসেবা উন্নয়ন প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছিলো পৌর সমাজসেবা প্রকল্প যা পরবর্তীতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (Urban Social Service-USS) নামে পরিচালিত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতর (২০১৬) এর তথ্যানুযায়ী বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মধ্যে ৫০টি রাজস্ব এবং ৩০টি উন্নয়ন খাতে রয়েছে।

৬.৭.২ শহর সামাজসেবার ধারণা

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম হলো সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজসেবা কার্যক্রম যা শহরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পারস্পারিক, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শহরজীবনকে সুন্দর করে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, শহর সমাজসেবা হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধীদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি যা শহরের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমষ্টিকেন্দ্রিক প্রয়াস চালায়।

সুতরাং বলা যায়, শহর সমাজসেবা হচ্ছে শহর এলাকায় পরিচালিত একটি সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে শহররে জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো হয়। এ কার্যক্রমে জনগণের সুখী ও সুন্দর জীবন গঠনের লক্ষ্যে এখানে পারস্পরিক সম্পর্ক, সোহার্দ্য ও সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৬.৭.৩ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে শহর এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প-আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সহায়তা প্রদান।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ এইচ. চার্লস (H. Charles) শহর সমষ্টি উন্নয়নের দুটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন। তা হলো:

১) শহর এলাকার লোকজন যাতে সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপখাইয়ে চলতে পারে সে জন্য তাদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং নীতি অনুসরণ করে তাদেরকে সহযোগিতামূলক কর্মসূচিতে উদ্বুদ্ধ করা; এবং

২) দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্বমূলক নাগরিক সংস্থা গঠন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জোরদার করা। পৌরসভা ও সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে পৌর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রকাশিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম নীতিমালায় শহর সমজসেবা কার্যক্রমের নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে–

১) শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের সংগঠিতকরণ;
২) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি;
৩) দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
৪) সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সহায়তা প্রদান।

এছাড়া সমাজসেবা অধিদফতর ওয়েবসাইট অনুযায়ী শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১) শহরাঞ্চলের বস্তিবাসীদের সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমস্যা ও চাহিদা চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বসবাসের পরিবেশের উন্নয়ন;
২) দরিদ্র বস্তিবাসীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা;
৩) বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করা;
৪) প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান।
৫) গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিতদের গ্রামে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ;
৬) বস্তিবাসী এবং শহরের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৭) স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি এবং প্রকল্প সমন্বয় পরিষদ গঠন এবং
৮) চাহিদা এবং সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের লক্ষ্যে কল্যাণমূখী কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ।

সুতরাং বলা যায়, স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানোই শহর সমাজসেবার মূল লক্ষ্য।

সারসংক্ষেপ

শহর সমাজসেবা (Urban Social Service-USS) কার্যক্রম হচ্ছে অন্যতম দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম যা শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে চালু হয়। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মধ্যে ৫০টি রাজস্ব এবং ৩০টি উন্নয়ন খাতে রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় কতটি ইউনিটের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে?

ক) ৮০টি খ) ৮১টি
গ) ৮২টি ঘ) ৮৩টি

২। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ এইচ. চার্লস (H. Charles) শহর সমষ্টি উন্নয়নের কয়টি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন?

ক) একটি খ) দুইটি
গ) তিনটি ঘ) চারটি

পাঠ-৬.৮ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের বিবরণ এবং শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Description of Urban Social Service Programme and Application of Social Work Methods in Urban Social Service Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৮.১ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমসমূহ লিখতে পারবেন।

৬.৮.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৮.১ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

শহরাঞ্চলে বসবাসরত লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র ও বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ অন্যান্য অসামঞ্জস্য নিরসনে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম প্রচেষ্টা চালায়। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমাগ্রিক কল্যাণে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে:

৬.৮.১.১ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: শহর সমাজসেবা কার্যক্রম শহর এলাকায় লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধক কাজের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায় করছে। শহর সমাজসেবার আওতায় পাট, বস্ত্র ও বেতের কাজ; সেলাই ও উল বুনন; কার্পেট, মাদুর ও পুতুল তৈরি; বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ; মোটর ড্রাইভিং, বাইসাইকেল ও রিক্সা মেরামত; শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং এবং ওয়েল্ডিং ও গ্রীলের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে ঘূর্নায়মান তহবিলের আওতায় স্বকর্মসংস্থানে সহায়তা করছে।

৬.৮.১.২ শিক্ষা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচি: শিক্ষা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচি শহর সমাজসেবার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, সাধারণ পাঠাগার স্থাপন, ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

৬.৮.১.৩ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচি: শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচি চালু রয়েছে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুযত্ন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, পুষ্টি, পরিবেশ উন্নয়ন, বৃক্ষরোপন, হাতে স্যালাইন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালিত হযে থাকে।

৬.৮.১.৪ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: দারিদ্র্য বিমোচনে আত্মকর্মসংস্থান ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শহর এলাকায় বসবাসরত লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। শহর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ৭,৫০০ টাকা অর্থাৎ দরিদ্রতম ('ক' শ্রেণি) জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে।

৬.৮.১.৪ অন্যান্য কর্মসূচি: শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় অন্যান্য কর্মসূচিরসমূহ হলো:

ক) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সৃষ্টি, উন্নয়ন, তদারকি ও সমাজক্যাণমূলক কাজে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে অংশগ্রহণে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

খ) সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব বিকাশ ও কর্মসূচি পরিচালনায় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) এসিডগ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনমূলক কাজে সক্রিয় সহায়তা প্রদান;

ঙ) শিশু অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, কিশোর অপরাধী সংশোধন ও সমষ্টি ক্ষমতায়ন (community empowerment) ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;

চ) সামাজিক গবেষণা ও জরিপ কাজ পরিচালনা;

ছ) সামাজিক উন্নয়ন ও জাতিগঠনমূলক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

৬.৮.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ ও গুরুত্ব

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্ম পদ্ধতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শহরাঞ্চলে বস্তিতে আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে দল গঠন, দলীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি, দলের সামাজিক কার্যাবলী নির্ধারণে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান এবং তদারকি করতে পৌরসমাজকর্মীকে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পৌর সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি, কৌশল ও নীতি প্রয়োগ করতে পারেন। শহর সমাজসেবায় পৌরসমাজকর্মীর কাজে সমাজকর্ম পদ্ধতি ও কৌশলের মিল রয়েছে। শিক্ষামূলক কার্যাবলিতে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচারণার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগে সাফল্য বয়ে আনতে পারে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়নকর্মীরা উদ্বুদ্ধকরণ, প্রচারণা, সমাবেশ, দলীয় সভা, শিক্ষাদান এবং প্রদর্শন কৌশল প্রয়োগ করেন। এসব কৌশল সমাজকর্মের কৌশলের সাথে মিল রয়েছে। তবে বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি না থাকায় এসব কর্মসূচি পেশাদার সমাজকর্মীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে অনেকক্ষেত্রেই যথাযথ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচিতে নিয়োজিত কর্মীকে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রচার, উদ্বুদ্ধকরণ, সম্পর্ক স্থাপন, দলীয় সভা, গবেষণা, সমাবশে, সামাজিক আন্দোলন কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এসব কৌশল সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশ উন্নয়নবিষয়ক কার্যক্রমে সচেতনা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সামজিক কার্যক্রম পদ্ধতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজকর্মের কৌশলসমূহ প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুতরাং শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োজিত হলে কর্মসূচিটি লক্ষ্য অর্জনে আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে।

সারসংক্ষেপ

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম শহরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা, ক্ষুদ্রঋণ, পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমে শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োজিত হলে কর্মসূচি লক্ষ্য অর্জনে আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশে পেশাগত সমাজকর্মের সূত্রপাত ঘটেছিল কোন কর্মসূচির মাধ্যমে?

ক) শহর সমাজসেবা খ) গ্রামীণ সমাজসেবা

গ) পল্লী মাতৃকেন্দ্র ঘ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২। নিচের কোনটি শহর সমাজসেবা কর্মসূচি?

ক) ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি খ) পুনর্বাসন কর্মসূচি

গ) ঋণদান কর্মসূচি ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৬.৯ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রঃ ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Child Development Centre: Concept and Goal and Objectives)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৯.১ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কার্যক্রমটি কী তা লিখতে পারবেন।

৬.৯.২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৯.১ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রঃ ধারণা

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র হচ্ছে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত একটি সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ কর্মসূচি যা নিবিড় তত্ত্বধানের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আশা (contact with law) এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে (conflict with law) জড়িত শিশু-কিশোর অপরাধমূলক আচরণ সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কিশোর হাজত, কিশোর আদালত এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এ তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। পূর্বে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে শিশু-কিশোর। বাংলাদেশের শিশু আইন,২০১৩ অনুসারে শিশু-কিশোরদের বয়সসীমা হচ্ছে ১৮ বছর। বয়সসীমা ০-১৮ বছরের মধ্যে হলে শিশু এবং ৭-১৬ বছরের মধ্যে হলে কিশোর বলা হয়। আমাদের সমাজে নানাবিধ কারণে শিশু-কিশোরীরা অপরাধমূলক আচরণ করে থাকে। পারিবারিক বিশৃংঙ্খলা, পিতামাতার কঠোর শাসন বা অত্যাধিক স্নেহ, কুসঙ্গ, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, মাদকের সহজলভ্যতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশসহ বিভিন্ন কারণে শিশু-কিশোররা আপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশু আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ১৯৭৪, জাতীয় শিশু নীতিমালা, ১৯৭৮, প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ এবং শিশু আইন, ২০১৩ (ধারা ৫৯) অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনের সংস্পর্শে আসা এবং বিচারের আওতাধীন এসব শিশু-কিশোরকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিলো জাতীয় কিশোর অপরাধী সংশোধন প্রতিষ্ঠান। দেশে কিশোর অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯৯২ সালে যশোরের পুলেরহাটে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) এবং ২০০২ সালে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের মোট আসন সংখ্যা ৫০০টি। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রকাশিত জতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৬ স্মরণিকার তথ্য মোতাবেক, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান তিনটির মোট নিবাসীর সংখ্যা ৭১৮ জন এবং পুনর্বাসিত ও সংশোধিত শিশুর সংখ্যা ২২০৬৬ জন। এছাড়া জয়পুরহাট জেলায় ৩০০ আসনবিশিষ্ট চতুর্থ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে যশোর ও টঙ্গীতে অবস্থিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ অতিরিক্ত ৩৫০ টি আসন বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.৯.২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শাস্তি নয়, সংশোধনের লক্ষ্যে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১) শাস্তি নয়, সংশোধনের জন্য অপরাধপ্রবণ ও অপরাধী শিশু-কিশোরদের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হয়;
২) অতি মানবতার সাথে আদালতের রায় প্রতিপালন করা;
৩) সমাজের অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় শিশু-কিশোরদের সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার সুরক্ষা করা;
৪) প্রতিষ্ঠানের শিশু-কিশোরকে সমাজে প্রচলিত আইন মেনে চলা এবং উৎপাদনশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য পুনর্বাসন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সাহায্য করা;
৫) শিশু-কিশোর সংশোধন প্রক্রিয়ায় পরিবার ও সমাজের গুরুত্ব প্রদান করা; এবং
৬) শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণ ও অপরাধী করে গড়ে তোলে এমন প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রভাব আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দূর করা।

এই প্রসঙ্গে সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে,"শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য হচ্ছে আইনের আশ্রয়াধীন শিশুদের সুরক্ষা, অস্তিত্ব ও উন্নয়নের সকল দিকে প্রয়োজনীয় নজরদারির মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা।" (The objective of the Child Development Centre is to create a congenial atmosphere in the family and also in the society by giving due attention to all dimensions of protection, survival and development of the children who are in contact with law.) সুতরাং বলা যায়, কিশোর অপরাধীদের শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে শিশু-কিশোর। বাংলাদেশের শিশু আইন,২০১৩ অনুসারে শিশু-কিশোরদের বয়সসীমা হচ্ছে ১৮ বছর। বয়সসীমা ০-১৮ বছরের মধ্যে হলে শিশু এবং ৭-১৬ বছরের মধ্যে হলে কিশোর বলা হয়। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র হচ্ছে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত একটি সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কর্মসূচি যা শিশু-কিশোরদের অপরাধীদের শাস্তি নয়, সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রর মূল লক্ষ্য কী?

ক) শাস্তি নয়, উন্নয়ন খ) শাস্তি নয়, প্রশিক্ষণ

গ) শাস্তি নয়, সংশোধন ঘ) শাস্তি ও সংশোধন

২। বর্তমানে কতটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) রয়েছে?

ক) ১ টি খ) ২ টি

গ) ৩ টি ঘ) ৪ টি

পাঠ-৬.১০ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ (Programmes of Child Development Centre and Application of Social Work Methods in Child Development Centre)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১০.১ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.১০.২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১০.১ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে নিবিড় তত্ত্বধানের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আশা (Contact with Law) এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে (Conflict with Law) জড়িত শিশু-কিশোরদের কেস ওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সিলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং ডাইভারশন ও বিকল্প পরিচর্যা পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অঙ্গ তিনটি হলো– ক) কিশোর হাজত খ) কিশোর আদালত এবং গ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

৬.১০.১.১ কিশোর হাজত: শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে কিশোর হাজত। শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচারের পূর্বে বা বিচার চলাকালীণ সময়ে অথবা বিচারের পর সংশোধনের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে রাখা হয়, তাকে কিশোর হাজত বলা হয়। সাধারণ জেল-হাজতের প্রাপ্ত বয়স্ক ও দাগী অপরাধীদের কু-প্রভাব হতে শিশু-কিশোর অপরাধীদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যেই এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিশোর হাজতকে শিশু-কিশোর অপরাধীদের পর্যাবেক্ষণে রাখা হয়। কিশোর হাজতকে আটক নিবাসও বলা হয়। কিশোর হাজত বা আটক নিবাসের কার্যক্রম প্রশাসন, সমাজকর্মী, আদালতের কর্মকর্তা এবং শিশু বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। নিবাসে অবস্থানরত নিবাসীদের চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিশোর অপরাধীদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনে এ ব্যবস্থা অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে।

৬.১০.১.২ কিশোর আদালত: শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে কিশোর আদালত। কিশোর আদালত হচ্ছে শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ ধরনের আদালত ব্যবস্থা যেখানে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে তাদের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সাধারণ আদালতের মতো বাদী-বিবাদী, আইনজীবী নিয়োগ ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা কিশোর আদালতে নেই। কিশোর আদালত ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত হয়েছিলো। বর্তমানে শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী কিশোর আদালত পরিচালিত হচ্ছে। এখানে যেসব কিশোর অপরাধীদের বয়স ১৮ বছরের নিচে শুধু তাদের বিচার করা হয়। একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবেশন অফিসার, মনোচিকিৎসক, কিশোর-কিশোরীর পিতামাতা বা অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্টদের উস্থিতিতে সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে কিশোর অপরাধীর অপরাধের সঠিক দিক বিশ্লেষণ করে সংশোধন ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিশোর আদালতের বিচারকার্য শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে নয় বরং কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য পরিচালিত হয়। ফলে এখানে কোনো উকিল নিয়োগ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন হয় না। কিশোর আদালতে দুই ধরনের কেসে শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচার করা হয়। একটি হচ্ছে অভিভাক কেস এবং অন্যটি হচ্ছে পুলিশ কেস। শিশু-কিশোরের আইনসঙ্গত অভিভাবক কর্তৃক দায়েরকৃত কেসকে অভিভাবক কেস বলা হয়। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ধারা অনুযায়ী শিশুর আইনসঙ্গত অভিভাবক অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণ কোনো শিশু-কিশোরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন। মামলা দায়েরে পর ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় অভিভাবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শিশু-কিশোর অপরাধীকে কিশোর হাজতে রাখার হুকুম দেন এবং চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য তারিখ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে যেসব শিশু-কিশোর বাংলাদেশ দণ্ডবিধি মোতাবেক কোনো অপরাধ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ থানায় মামলা দায়ের করে তাকে পুলিশ কেস বলা হয়। পুলিশ কেসে শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচারও কিশোর আদালতে সম্পন্ন হয়। যে কোনো আদালত হতে মামলাগুলো কিশোর আদালতে স্থানান্তর করা যায়। এসব মামলা পরিচালনার সময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। এসব মামলার ক্ষেত্রে শিশু-কিশোর অপরাধীর পক্ষে উকিল

নিয়োগ করা যেতে পারে। মধ্যবর্তী সময়ে একজন প্রবেশন অফিসার মামলাটি তদন্ত করেন। প্রবেশন অফিসার অপরাধপ্রবণ কিশোরের সার্বিক দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়।

৬.১০.১.৩ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান: শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। কিশোর আদালতে বিচারে দোষী সাব্যস্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংশোধনের প্রয়োজন হলে অপরাধপ্রবণ শিশু ও কিশোর অপরাধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। তাদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে করে ভবিষ্যত জীবনে তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসিত হয়ে স্বনির্ভর জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশু ও কিশোর অপরাধীদের নিবাসী বলা হয়। নিবাসীদের শারীরিক গঠন, শিক্ষার মান, আগ্রহ, বুদ্ধিমাত্রা ও মননশীলতা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করে কারিগরি শিক্ষার কোর্স বা বিষয় নির্বাচন করা হয়। এছাড়া নিবাসীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নিয়মমাফিক শারীরিক প্ররিশ্রম ও শারীরিক চর্চা, বিচিত্রানুষ্ঠান, বনভোজন, খেলাধূলা এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর অপরাধী ও অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধন করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। এ কেন্দ্রের মধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে–

ক) নিবাসীদের ভরণপোষণ, প্রযত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান;
খ) নিবাসীদের চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ;
গ) সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচি;
ঘ) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা কর্মসূচি;
ঙ) নিবাসীদের চরিত্র গঠন, মানসিক উন্নয়ন, সংশোধন ও পুনর্বাসনে উদ্বুদ্ধকরণ ও কাউন্সিলিং সেবা;
চ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ছ) বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিয়ের মাধ্যমে সামাজিক পুনর্বাসনে সহায়তা করা;
জ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিশোর নিবাসীদের আত্মকর্মসংস্থানকল্পে স্থানায়মান তহবিল কর্মসূচির আওতায় সেবা প্রদান; এবং
ঝ) নিবাসীদের সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার ও সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্কের তত্ত্বাবধানে সেবা প্রদান করা।

৬.১০.২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

সংশোধন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার ও প্রবেশন অফিসার নিবাসীদের সমাস্যা সমাধানে সমাজকর্মের পদ্ধতি, নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। তারা অনুধ্যানের (study) মাধ্যমে নিবাসীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, তাদের সমস্যা নিরূপণ (diagonosis) এবং সমস্যা সমাধান (treatment) করেন। সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সোশ্যাল কেস ওয়ার্কের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করেন। অপরাধপ্রবণ নিবাসীদের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। অপরাধপ্রবণ নিবাসীদের নিয়ে ট্রিটমেন্ট গ্রুপ (treatment group) গঠন করে দলীয় অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করা যায়। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে নিবাসীদের আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রসমূহে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে নিবাসীদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। এখানে নিবাসীদের তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় যা সমাজকর্মের অন্যতম একটি নীতি। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে ক্লিনিক্যাল ও সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কসহ প্রভৃতি বিশেষায়িত শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর হাজত, কিশোর আদালত এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান এই তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শিশু-কিশোরদেও অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অঙ্গ কয়টি?

ক) ২টি খ) ৩টি

গ) ৪টি ঘ) ৫টি

২। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশু-কিশোর অপরাধীদের কী বলা হয়ে যায়?

ক) কিশোর অপরাধী খ) আবাসী

গ) নিবাসী ঘ) কয়েদী

পাঠ-৬.১১ বাংলাদেশ সারকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম (Disaster Management Vision and Activities of the Government of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কী তা বলতে পারবেন।

৬.১১.২ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.১১.৩ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১১.১ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যস্থাপনা সম্বন্ধে জানার আগে দুর্যোগ সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। দুর্যোগ একটি প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট মারাত্মক পরিস্থিতি যা চলমান জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং এটি মোকাবিলায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সাধারণ অর্থে দুর্যোগ বলতে আপদ (hazard) বোঝায় কিন্তু সব আপদই দুর্যোগ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ভুমিকম্প একটি আপদ কিন্তু এর কারণে প্রাণহানিসহ অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। আর দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীণ ও দুর্যোগ-পরবর্তী সমায়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণসহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করাকে দুর্যোগ ব্যসস্থাপনা বলা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি চলমান প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে, দুর্যোগের প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং উন্নতি সাধনের প্রয়াস চালায়।

৬.১১.২ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংকটাপন্ন, বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (Ministry of Food and Disaster Management-MoFDM) মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম ভিশন হচ্ছে– প্রথমত: দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানবসৃষ্ট বিপদসমূহের প্রভাব জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিপদাপন্নতা হ্রাস করে তাদেরকে একটি সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত: বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রসঙ্গে MoFDM (২০১৭) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন হচ্ছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপত্তি থেকে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের ঝুঁকি হ্রাস করা, মানবীয় পর্যায়ে সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং বৃহৎ পরিসরে দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাকে দক্ষ ও সক্ষম করে তোলা (The disaster management vision of the Government of Bangladesh is to reduce the risk of people, especially the poor and the disadvantaged, from the effects of natural, environmental and human induced hazards, to a manageable and acceptable humanitarian level, and to have in place an efficient emergency response system capable of handling large scale disasters)।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ-এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো–

১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজন কার্যক্রম জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;

২) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান;

৩) খাদ্য ও কর্মের অভাবের সময় দরিদ্র জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তি সহজকরণ;

৪) দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান;

৫) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ হ্রাস ও কর্মসৃজন;

৬) দুর্যোগ ব্যসস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ; এবং

৭) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন হলো– "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করা।"

৬.১১.৩ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, নদীভাঙ্গন প্রভৃতি প্রকোপ বেড়েই চলছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে Standing Order on Disaster (SOD) শিরোনামে বিধানাবলীর দলিল তৈরি হয়েছে। এ নির্দেশনা মোতাবেক সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। SOD হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীল নকশা যা জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার গৃহীত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হলো:

১) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণ:** দুযোর্গ ব্যবস্থাপনকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের মধ্যে বয়েছে–
   - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ;
   - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী হালনাগাদকরণ;
   - জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১০-১৫ অনুমোদন;
   - ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং
   - দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (SAARC) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশান ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (SAARC Plan for Action for Disaster Managment) তৈরিতে সহায়তা করা।

২) **দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা:** এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "South Asian Disaster Knowledge Network (SADKN)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ:** ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলার প্রস্তুতির লক্ষ্যে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হচ্ছে। দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ-পরবর্তী বিপদাপন্নতা হ্রাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ খরা সহনশীল ধানের প্রজাতি নেরিকা'র পাইলটিং চাষ শুরু করেছে। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস পর্যালোচনা এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিফলন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪) **দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ:** দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ৪১০ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৭৫টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৭৪টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ১৭৪ টি নির্মাণের প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

৫) **ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার ও অনুসন্ধান তৎপরতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি:** ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি, কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি, বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬) **দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ কার্যক্রম:** দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে–
   - মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগের বার্তা প্রচার পদ্ধতি;
   - আইভির (Interactive Voice Response) আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্কবার্তা মোবাইলের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়;
   - মোবাইল ক্ষুদ্রবার্তা (SMS) প্রেরণ; এবং
   - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।

৭) **সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম:** ছাত্রছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় হতে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৪১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু

পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে স্নাতক(সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অধীনে বাস্তায়িত প্রধান প্রকল্পসমূহ হচ্ছে– ক) Comprehensive Disaster Management Programme-CDMP (2nd phase); খ) Programme for strengthening household access to resources; এবং গ) Cyclone Preparedness Programme (CPP)। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে সাংগঠনিক কমিটিসমূহ কাজ করে সেগুলোর একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৬.১১.১ : বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সাংগঠনিক কমিটি

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কর্মরত সাংগঠনিক কমিটিসমূহ	
• জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল • আন্তমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি • জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টা কমিটি • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড • দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টদের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি • দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি • জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি • উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি • ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিটি • সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি • পৌরসভা কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

(সূত্র: MoFDM; ২০১৭)

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহকে নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সারণি: ৬.১১.২ বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	মানবিক সহায়তা কর্মসুচি	ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি/প্রকল্প
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি টেষ্ট রিলিফ (TR) ইজিপিপি	ত্রাণ সহায়তা ভিজিএফ	প্রকল্প পরিচালক/ এক নজরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো- ইসিআরআরপি-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র দুর্যোগ সহনীয় গৃহ সেতু/কালর্ভাট(=<১২মি:) সেতু/কালর্ভাট(=<১২মি:) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল প্রকিউরমেন্ট অব ইক্যুইপমেন্ট (২য় ফেজ)

(সূত্র: MoFDM; ২০১৭)

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সারসংক্ষেপ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি চলমান প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও মোকাবিলায় দুর্যোগপূর্ব, দুযোর্গকালীণ এবং দুর্যোর্গ-পরবর্তী সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ। ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করাই হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভিশন। এই ভিশনকে সামনে রেখে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। CDMP এর পূর্ণরুপ কী?

ক) Comprehensive Disaster Management Plan.

খ) Comprehensive Disaster Management Programme.

গ) Community Disaster Management Plan.

ঘ) Community Disaster Management Project.

২। সাধারণ অর্থে দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়?

ক) আপদ খ) বিপদাপন্নতা

গ) ঝুঁকি ঘ) সামর্থ

পাঠ-৬.১২ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in Comprehensive Disaster Management, Risk Reduction, Preparedness and Response System)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১২.১ ঝুঁকি, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.১২.২ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১২.১ ঝুঁকি, প্রস্তুতি এবং সাড়াদান

কোনো আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপদন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ– এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনাই হচ্ছে ঝুঁকি (Risk)। দুর্যোগ ব্যসস্থাপনার ঝুঁকি নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ কার হয়:

$$\text{ঝুঁকি} = \text{আপদ সম্ভাবনা} \times \text{বিপদাপন্নতা}$$

প্রস্তুতি (prepardness) বলতে সেই সকল কাজের সমষ্টিকে বোঝায় যা বিপদাপন্ন (vulnerable) জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাসের জন্য দুর্যোগের পূর্বেই গ্রহণ করা হয়। আর দুর্যোগকালীণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য অত্যবশ্যকীয়ভাবে সেসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় তাই হচ্ছে সাড়াদান (response)। দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরী সাড়াদানের জন্য পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং আপদের সময় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ সার্বিক দুর্যোগ ব্যস্থাপনায় অত্যাবশ্যক।

৬.১২.২ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সমাজকর্ম সাহায্যার্থীর নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে থাকে। দুর্যোগ সম্পূর্ণরুপে প্রতিরোধ করা যায় না। তবে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্ম প্রতিরোধমূলক, প্রতিকারমূলক এবং উন্নয়নমূলক জ্ঞান প্রয়োগের প্রচেষ্টা সফলভাবে চলতে পারে। দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থাকে বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিতমানে উন্নত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ, দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সমাজকর্মী সমষ্টি পর্যায়ে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদানের ক্ষেত্রে বিপদাপন্ন নারী, শিশু, বয়স্কব্যক্তি, প্রতিবন্ধী তথা দুর্যোগ কবলিতদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর এবং পূর্বসচেতনতা সৃষ্টিতে সমাজকর্ম পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি ও পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নীতি নির্ধারকদের সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারেন। সমাজভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করা যায়। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতনতা করা সম্ভব। দল সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করে কার্যকর দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও গতিশীলতা আনয়নে সমাজকর্মীরা ভূমিকা রাখতে পারেন। সামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির কৌশলসমূহ যেমন– যোগাযোগ, তথ্য ও শিক্ষামূলক প্রচারণা ইত্যাদি কৌশল অনুশীলন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদানে সমাজকর্মের মৌলিক, সহায়ক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভবপর। ফলে বর্তমানে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি এবং সাড়াদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি এবং সাড়াদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব। ফলে বর্তমানে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ঝুঁকি কী?

ক) আপদ সম্ভাবনা × বিপদাপন্নতা
খ) সামর্থ × বিপদাপন্নতা
গ) আপদ সম্ভাবনা × প্রস্তুতি
ঘ) ঝুঁকি × বিপদাপন্নতা

২। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতি ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করা যায়?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম
খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি সমাজকর্ম
ঘ) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন

পাঠ-৬.১৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও এর কার্যক্রম (National Human Rights Commission and Its Activities)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১৩.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.১৩.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিনের কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১৩.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই মানবাধিকার। মানবাধিকার রক্ষা, নিশ্চিতকরণ এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। মানবাধিকার সর্বজনীন। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের মানবাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এ অধিকারের আবশ্যকতা রয়েছে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মানবাধিকার ঘোষণায় মোট ২৫ টি মানবাধিকরের কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে ১৯ টি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং ৬ টি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র তার মানবাধিকার পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৯৮ সালে। UNDP এর সহায়তায় একটি আইনের খসড়া তৈরি করা হলেও দীর্ঘদিন তা স্থবির থাকে। পরবর্তীতে জাতীয় মানবাধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সীমিত পরিসরে কাজ শুরু করে। ২০০৭ সালে প্রণীত এই অধ্যাদেশ বাতিল করে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ১৯৯৩ সালে গৃহীত 'প্যারিস নীতিমালা'য় উল্লেখ করা হয় যে, ''জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, কার্যকারিতা এবং সকলের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।" প্যারিস নীতিমালা এবং ২০০৯-এর মানবাধিকার আইন অনুসারেই একটি স্বাধীন এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র ৬.১৩.১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

৬.১৩.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে মানবাধিকার শিক্ষা ও প্রচারণা, সেমিনার ও ওয়ার্কসপ, পরিদর্শন এবং গবেষণা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করছে–

- কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করা। কমিশনে অভিযোগ দায়ের না করা হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ গঠন করা;
- জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থান পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের কাজ সরকারের কাছে সুপারিশ করা;
- হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেসবের উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- সংবিধান অথবা দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে দেশীয় আইনের সমাঞ্জস্যবিধানে ভূমিকা রাখা;
- মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করা;
- আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য কোনো অভিযোগ মধ্যস্ততা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা; এবং
- মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে উপস্থপন করা হলো:

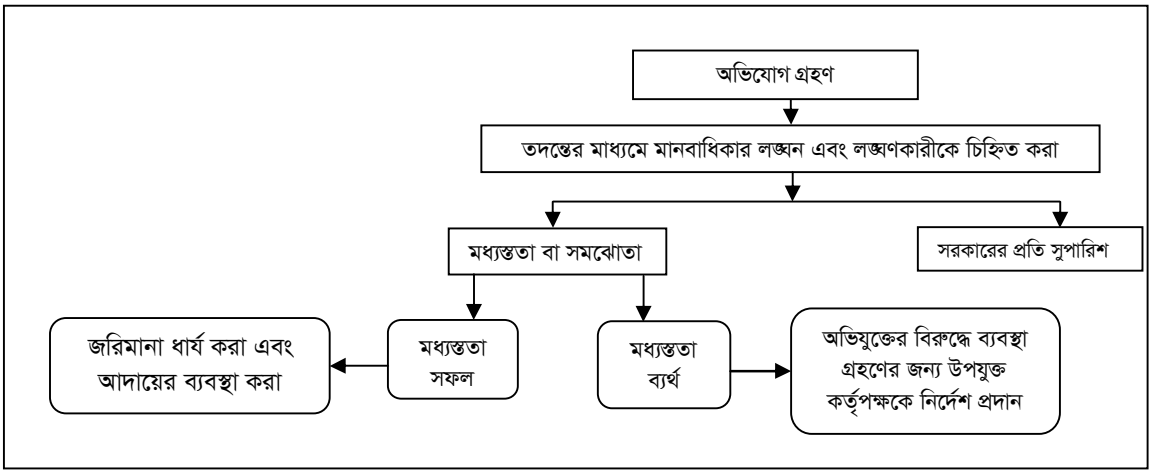

চিত্র ৬.১৩.১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

পুনর্গঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পরপরই প্রথম যে কাজ হাতে নেয় তা হচ্ছে পাঁচবছর মেয়াদি একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা। মানবাধিকার কমিশন বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কৌশলপত্রটির খসড়া তৈরি করা হয়। খসড়া কৌশলপত্রে ১৬ টি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার ইস্যূ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন অভিযোগকারীর দাবি আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের প্যারিস নীতিমালা, ১৯৯৩ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রথম উদ্যোগ কোন সংস্থা সহায়তা করেছিলো?

ক) UNDP খ) UN

গ) UNEP ঘ) HRC

২। জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে কবে?

ক) ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর খ) ১৯৪৭ সালের ১০ ডিসেম্বর

গ) ১৯৪৮ সালের ১০ অক্টোবর ঘ) ১৯৪৭ সালের ১০ অক্টোবর

পাঠ-৬.১৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Activitiesc of National Human Rights Commission)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১৪.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.১৪.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্ম একটি মানবতাবাদী (humantarian) ও সক্ষমতাদানকারী (empowering) পেশা। মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার (human rights and social justice) নিশ্চিতকরণের সাথে সমাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজকর্মীরা কাজ করে থাকে। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে বহুমুখী ও গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারেন। মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শিশু অধিকার, বাল্যবিবাহ, নারী-পুরুষ বৈষম্য, শিশুশ্রম, নারীর প্রতি সহিংসতা, মানবপাচার এবং কিশোর অপরাধ বিচারব্যবস্থাবিষয়ক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে নিয়মিত মতবিনিময় সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে থাকে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন এবং সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন। মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা তদন্তকারী দলের সদস্য হিসেবে সাহায্যকারীর সমস্যার প্রকৃতি, স্বরূপ, কারণ ও প্রভাব নিরূপণে ভূমিকা পালন করতে পারেন। মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা ও এ্যাডভোকেসী হচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সমাজকর্মীরা সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে কমিশনের কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে পারেন। সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্নের ভয়ে অনেক নারী অন্যায় অবিচার সহ্য করেন। সামাজিক হস্তক্ষেপ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে সমাজকর্মী মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হ্রাসে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন। সংশোধনমূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা সংশোধনকর্মী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রবেশন, প্যারোল ও অফটার কেয়ার সার্ভিসের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা প্রবেশন কর্মকর্তা ও প্যারোল কর্মকর্তা তথা সংশোধনকর্মী হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সহায়তা করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শিশু-কিশোর অপরাধীদের কিশোর আদালতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা অথবা জেল-হাজতে অবস্থান না করে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা প্রবেশন কর্মকর্তা অথবা সংশোধনকর্মী হিসেবে তথ্য সংগ্রহকারী, মধ্যস্ততাকারী তথা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, সমাজের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার রুখার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও সাহায্যার্থীর মধ্যে মধ্যস্ততাকারী ও সংযোগস্থাপনকারী হিসেবে গতিশীল ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও সমাজকর্ম উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, পদ্ধতি ও কৌশল কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সংশোধনমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা কী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন?

ক) প্রবেশন অফিসার খ) সংশোধনকর্মী

গ) মধ্যস্ততাকারী ঘ) অ্যাডভোকেট

অনুশীলনী (ইউনিট–০৬)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিশু আইন,২০১৩ অনুসারে শিশু-কিশোরদের বয়স কত?

ক) ১৪ বছর খ) ১৫ বছর

গ) ১৬ বছর ঘ) ১৮ বছর

২। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা কী ?

ক) মানবাধিকার উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

খ) মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

গ) মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও এ্যাডভোকেসী

ঘ) উপরের সবগুলোই সঠিক

৩। বাংলাদেশের কোন জেলায় চতুর্থ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র হবে?

ক) জয়পুরহাট খ) ফেনিতে

গ) যশোরে ঘ) সিলেটে

৪। গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হচ্ছে–

ক) একমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া খ) দ্বিমূখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া

গ) ত্রিমূখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া ঘ) বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া

৫। রহমত আলীর পারিবারিক বার্ষিক গড় আয় ৪০০০০ টাকা। সে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচির আওতায় ঋণগ্রহণ করে। রহমত আলী কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে?

ক) দরিদ্রতম খ) দরিদ্র

গ) দারিদ্র্য সীমার উর্ধ্বে ঘ) দারিদ্র্য সীমার নিচে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

প্রিয়াদের গ্রামে একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বিদ্যমান রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এছাড়া প্রকল্পটি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন– পরিকল্পিত পরিবার তৈরিতে সহায়তা করা, পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা ইত্যাদি।

৬. নিচের কোনটি প্রিয়াদের গ্রামের অনুরূপ প্রকল্প?

ক) পল্লী মাতৃকেন্দ্র খ) ঘূর্ণায়মান তহবিল

গ) শহর সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি ঘ) শিশুকল্যাণ কার্যক্রম

৭. উক্ত প্রকল্পের উল্লেখিত সেবা প্রদানের ফলাফলসমূহ হবে–

i) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

ii) সুখী পরিবার গঠন

iii) অর্থনীতিতে নারীদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় যৌতুকের জন্য নাসরিন আক্তার নামের গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি পলাতক রয়েছে। গ্রাম বাংলায় নাসরিনদের মতো অসংখ্য গৃহবধূ প্রতিদিন যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও সহিংসতার শিশুার হচ্ছে। মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের শিশুার অজ্ঞ-অশিক্ষিত জনগণ বছরের পর বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে।

ক) সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রম কাকে বলে? ১

খ) কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ২

গ) উদ্দীপকের উল্লেখিত ঘটনার প্রতিকারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ভূমিকা পালন করতে পারেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) মানবাধিকার সংরক্ষণে সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। বাংলাদেশ সরকার বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে কার্যক্রমটির যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমটি দেশের ৬৪টি জেলার ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম।

ক) SOD এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ) মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে যে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমের ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করুন। ৩

ঘ) বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রমটি তাৎপর্যপূর্ণ"– উক্তটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১১ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৩ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৪ : ১। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক ৬। ক ৭। ঘ